বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ।
(ফৌজদারি রিভিশনের অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ
বিচারপতি আবদুর রব

ফৌজদারি রিভিশন নম্বর ৪২৩/২০২১

হাসমত আলী
----আসামি দরখাস্তকারী।
বনাম
রাষ্ট্র এবং অন্য
---প্রতিপক্ষগণ।

জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন ভুঁইয়া, আইনজীবী
---আসামি দরখাস্তকারী পক্ষে।

জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম, ডি, এ, জি, এবং
------ প্রতিপক্ষে।

জনাব মোঃ বদিউজ্জামান তপাদার, আইনজীবী
---অভিযোগকারী প্রতিপক্ষে।

রায় প্রদানের তারিখঃ **ফাল্গুন ২৭, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ**
মার্চ ১১, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিচারপতি আবদুর রব

বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা আসামি দরখাস্তকারীকে সি, আর ৩৩৭/২০১৮ (বরুড়া) মামলায় বিগত আগস্ট ২১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো ১ (এক)

মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশে আসামি হাসমত আলী উক্ত রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে ফৌজদারি আপিল নম্বর ৪৬৭/২০১৯ দায়ের করেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা বিগত নভেম্বর ১১, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক কার্তিক ২৭, ১৪২৬ বঙ্গাব্দে তাঁর প্রদত্ত রায় ও আদেশে আপিলটি না-মঞ্জুর করেন এবং বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল রাখেন।

আসামি দরখাস্তকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৯ এবং ৪৩৫ ধারার ফৌজদারি রিভিশন নম্বর ৪২৩/২০২১ দায়ের করেন।

রিভিশনটি নিষ্পত্তির জন্য অভিযোগকারীর মামলা সংক্ষেপে এই যে, অভিযোগকারী ও আসামি পূর্বপরিচিত এবং তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিগত ডিসেম্বর ০১, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে অনুমান সকাল ১০:০০ ঘটিকায় সোমবার তার বাড়িতে প্রথম ঘটনা। অভিযোগকারীর ছেলে ইব্রাহীমকে ০৬ মাসের মধ্যে বিদেশ নিয়ে যাবে বলে পাঁচ লক্ষ টাকা নেয় আসামি তার বাড়িতে। আসামি ঐ দিন পাসপোর্ট নিয়েছিল। আসামি ২০০ টাকার স্ট্যাম্প দিয়েছিল। কিন্তু আসামি তার ছেলেকে বিদেশ নেয়নি। মার্চ ২৩, ২০১৮ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় আসামির বাড়িতে অভিযোগকারী কতেক সাক্ষীদের নিয়ে টাকা চাইলে আসামি ঘটনা

অস্বীকার করে। প্রতারনামূলক ভাবে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করে। পরে অভিযোগকারী আপোষ মীমাংসার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অত্র মামলা দায়ের করেন।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারীর নালিশী ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বরুড়া থানাকে নির্দেশ দেন। তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর নালিশী ঘটনাার প্রাথমিক সত্যতা রয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

পরবর্তীতে প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত আসামির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ৪০৬/৪২০ ধারায় অপরাধ আমলে নেন এবং বিগত মে ০৭, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আসামির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৬/৪২০ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। আসামিকে গঠিত অভিযোগ পাঠ করে শুনানো হলে আসামি নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন।

আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য অভিযোগকারীপক্ষ মোট ০৩ জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্হাপন করেন। উক্ত সাক্ষীদের যথারীতি জেরা করা হয়। অভিযোগকারী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হলে আসামিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে আসামি নিজেকে পুনরায় নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে।

বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্টেট, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা নালিশী দরখাস্ত, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগ, সাক্ষীদের সাক্ষ্য উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শ্রবনসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনা ও মূল্যায়ন করে আসামি

দরখাস্তকারীকে দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে বিগত আগস্ট ২১, ২০১৯ খিস্টাব্দে ১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো ১ (এক) মাসের অতিরিক্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা এজাহার, অভিযোগ, সাক্ষীর সাক্ষ্য, উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শ্রবণসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনা ও মূল্যায়ন এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ পর্যালোচনাক্রমে আসামি দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ফৌজদারি আপিলটি না-মঞ্জুর করেন এবং আসামিকে নিম্ন আদালত কর্তৃক দণ্ডবিধি ৪২০ ধারায় ১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো ০১(এক) মাসের অতিরিক্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ বহাল রাখেন।

মামলাটি শুনানিকালে আসামি দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন ভুঁইয়া, নিবেদন করেন যে, আসামি দরখাস্তকারী নির্দোষ, তাকে মামলায় শত্রুতামূলকভাবে জড়িত করা হয়েছে। আসামির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের সহিত আসামি জড়িত নয়। অভিযোগকারী পক্ষ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আসামির বিজ্ঞ আইনজীবী ন্যায় বিচারের স্বার্থে আপিলটি মঞ্জুর করার প্রার্থনা করেন।

জনাব মোঃ বদিউজ্জমান তপাদার, তিঁনি অভিযোগকারী প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ

আইনজীবী, তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নালিশী দরখাস্ত দায়ের করা হয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্যে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে। আসামি দরখাস্তকারী অভিযোগকারীর পুত্রকে বিদেশে নেবার শর্তে অভিযোগকারীর নিকট হতে ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) গ্রহন করে কিন্তু আসামি অভিযোগকারীর ছেলেকে বিদেশে নেয়নি এবং টাকাও প্রতরণামূলক ভাবে আত্মসাৎ করে প্রমানিত। সুতরাং বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা সঠিকভাবে দরখাস্তকারীকে শাস্তি প্রদান করেছেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা আইনগতভাবে আসামি দরখাস্তকারীর আপিলটি না-মঞ্জুর করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী ফৌজদারি রিভিশনে প্রদত্ত রুল Discharge করার জন্য নিবেদন করেন।

জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত হয়ে বিচারিক আদালত এবং আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ আইনসংগত মর্মে মত প্রকাশ করেন এবং রুল Discharge এর প্রার্থনা করেন।

আমি আসামি দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী, অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর এবং বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের সারগর্ভ বক্তব্য আন্তরিকতার সহিত শ্রবণপূর্বক বিচারসুলভ মনোভাব নিয়ে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করলাম।

আমি এখন দেখব নিম্ন বিচারিক আদালত এবং আপিল আদালত আসামির

দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে রায় ও দণ্ডাদেশ প্রদানে আইনগত কোন ত্রুটি আছে কিনা?

এবং

তর্কিত রায় ও দণ্ডাদেশ হস্তক্ষেপযোগ্য কিনা ?

সর্বপ্রথম আমি অভিযোগকারী পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনঃনিরীক্ষণ করব।

অভিযোগকারী পক্ষের ১ নম্বর সাক্ষী শহিদ উল্লাহ, তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আসামির নাম হাসমাত আলী। সে ডকে আছে। তিনি অভিযোগকারী। ডিসেম্বর ০১, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে অনুমান সকাল ১০:০০ ঘটিকায় সোমবার তার বাড়িতে প্রথম ঘটনা। তার ছেলে ইব্রাহীমকে ৬ মাসের মধ্যে বিদেশ নিবে বলে ৫ লক্ষ টাকা আসামিকে তার বাড়িতে দেয়। আসামি পাসপোর্ট নিয়েছিল। আসামি ২০০ টাকার স্ট্যাম্প দিয়েছিল। কিন্তু আসামি তার ছেলেকে বিদেশ নেয়নি। মার্চ ২৩, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় আসামির বাড়িতে গিয়ে টাকার কথা বললে আসামি ঘটনা অস্বীকার করে। তিনি মামলা করেছেন। তিনি জবানবন্দিকালে তার দায়েরী নালিশী দরখাস্ত এবং এতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১ ও প্রদর্শনী-১/১ হিসেবে শনাক্ত করেন। আসামি কর্তৃক প্রদত্ত স্ট্যাম্প আদালতে দাখিল করেন যা প্রদর্শনী-২ হিসেবে শনাক্ত করেন।

আসামি পক্ষের জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন যে, ডিসেম্বের ০১, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে টাকা দিয়েছিলেন। তারিখ মনে থাকে না তাই তারিখ হাতে বাড়ি হতে লিখে এনেছেন। ডকে দেখে তারিখ বলেননি আদালতে। টাকা দেওয়ার ব্যাপারে

পূর্বেই কথা হয়েছে। ঐ তারিখ মনে নেই। এটা দরখাস্তে লেখা হয়েছে। স্ট্যাম্প কিনেছে আসামি। যেদিন টাকা দিয়েছেন সেদিন আসামি স্ট্যাম্প এনেছে। স্ট্যাম্প কে লিখেছিল মনে নেই। আসামি স্ট্যাম্পে টিপ দিয়েছিল। টিপ কে শনাক্ত করেছিল বলতে পারবেন না। নাসিরকে এই মামলায় সাক্ষী করেননি। দ্বিতীয় ঘটনা ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে সকাল অনুমান ১০:০০ ঘটিকায়। কি বার মনে নেই। আসামির বাড়িতে তিনি ইব্রাহীম, দেলোয়ার গিয়েছিলেন। আসামিকে পেয়েছিলেন। ঐখানে বাড়ির মহিলারা ছিল। অন্য কেউ ছিল না। তার ছেলের পাসপোর্ট নিয়েছিল আসামি। মামলা করার সময় জমা দিয়েছেন। টাকা দেওয়ার সময় আসামির সাথে ফারুক নামে একজন ছিল। ফারুক এই মামলার সাক্ষী আছে। তার বাবার নাম বলতে পারবে না।আসামি বলেছে ফারুক তার আত্মীয়। তার গ্রামের নাম বলতে পারবেন না। সুন্দর আলী তার আপন ভাই। আসামি পূর্বে তার জামাইকে বিদেশ নেওয়ার জন্য টাকা নেয়নি। আসামি তার কাছ হতে টাকা নেয়নি কি অস্বীকার করেননি কি আসামি তার জামাইকে বিদেশ পাঠানোর জন্য ১ লক্ষ টাকা নিয়েছিল কি পরে আসামি ৭০,০০০/- টাকা দিয়ে দিয়েছে কি ঘটনা মিথ্যা মর্মে প্রদত্ত সাজেশন অস্বীকার করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ২ নম্বর সাক্ষী দেলোয়ার হোসেন, তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, অভিযোগকারী শহিদ উল্লাহ আসামি হাসমত আলীকে চিনেন। ডিসেম্বর ০১, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় আসামি আর একজন লোকসহ একটি স্ট্যাম্পসহ শহিদ উল্লার বাড়িতে যান। শহিদ উল্লাহর ছেলেকে বিদেশ নেবে

বলে আসামি ৫ লক্ষ টাকা ও পাসপোর্ট নেন। পরে শহীদ উল্লাহর ছেলেকে বিদেশেও নেয়নি, টাকাও দেয়নি। মার্চ ২৩, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় হাসমতের বাড়ি তারা যান। ঐখানে শহিদ উল্লাহ. হাসমতের নিকট টাকা চাইলে হাসমত বলে কিসের টাকা। তার কাছে কোন দিন টাকা চাইলে অসুবিধা হবে। স্ট্যাম্পে তিনি কোন স্বাক্ষর করেননি।

আসামি পক্ষের জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন যে, তিনি দীর্ঘদিন বিদেশ ছিলেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে চলে আসেন। সৌদি আরব নিবে বলে আসামি শহীদুল্লাহর ছেলেকে ৫ লক্ষ টাকায়। আসামির সাথে আরেকজন ছিল ফারুক। শহীদ উল্লাহ তার দুলাভাই। তারা গিয়ে দেখেন আসামি বাড়ির পাশে ধান শুকাচ্ছে দ্বিতীয় ঘটনার দিন। তারা টাকার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে হাসমত বলে টাকা নেয়নি। টাকার ব্যাপারে কথা বললে অসুবিধা হবে। আসামির ঐখানে ২ জন মহিলা ছিল। পরে তারা চলে আসেন। অভিযোগকারী মামলা করেন। আসামিই স্ট্যাম্প নিয়ে এসেছে। স্ট্যাম্প লিখেছে ফারুক। সে কোন পক্ষে এসেছিল সিউর না। স্ট্যাম্পে অভিযোগকারী ও আসামি স্বাক্ষর করেছে। তিনি স্বাক্ষর করেননি। আসামি তার মেয়ে জামাইকে বিদেশ পাঠানোর জন্য ১ লক্ষ টাকা নিয়েছিল, দুলা ভাই হতে কি সে ৭০,০০০/- টাকা দিয়ে দিয়েছে কি বেশী টাকার লোভে মিথ্যা কাগজপত্র সৃজন করে দুলা ভাই মিথ্যা মামলা করেছে কি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন মর্মে প্রদত্ত সাজেশন অস্বীকার করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নম্বর সাক্ষী মোঃ ইব্রাহীম, তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন

যে, অভিযোগকারী তার বাবা। আসামি হাসমত আলীকে চিনেন। প্রথম ঘটনা ডিসেম্বর ০১, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ সোমবার অনুমান সকাল ১০:০০ ঘটিকায় তাদের বাড়িতে। পূর্বে কথা হয় আসামি ১১ লক্ষ টাকায় ভিসা নিবে তাদের ঘটনার দিন তার বাবা ৫ লক্ষ টাকা আসমির হাতে দেয়। আসামির সাথে নাসির উদ্দিন ফারুক নামে একজন ব্যক্তি ছিল। আসামি ২০০ টকার একটি স্ট্যাম্প দিয়েছিল। আসামি তাকে বিদেশ না নিয়ে ঘোরাতে থাকে। মুরুব্বিদের ঘটনা জানায়। তখন মার্চ ২৩, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে টাকা দেওয়ার কথা হয়। মার্চ ২৩, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে আসামির বাড়িতে টাকার জন্য সকাল ১০:০০/১০:৩০ ঘটিকায় তারা যান। তারা গিয়ে টাকা ফেরত চাইলে আসামি তাদের আক্রমন করে টাকা দিবে না বলে জানায়।

আসামি পক্ষের জেরায় উক্ত সাক্ষী বলেন যে, টাকা দেওয়ার ২ দিন পূর্বে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে কথা হয়। তারিখ মনে নেই। আসমির সাথে নাসির উদ্দিন ফারুক নামে একজন লোক এসেছিল। আসামিরা ২ জন। তিনি, বাবা, দেলোয়ার ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন টাকা দেওয়ার সময়। অন্য কেউ ছিল কিনা তার মনে নেই। আসামি স্ট্যাম্প এনেছে। আসামি স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর দিয়েছিল। তার স্বাক্ষর নেই। দ্বিতীয় ঘটনার দিন তিনি, বাবা, দেলোয়ার গিয়েছিলেন। ইউসুফ তাদের সাথে ছিল। আসামির বাড়িতে সে ঢুকেছিল কিনা মনে নেই। তারা ঐখানে বসেছিলেন। আসামি টাকা না দেওয়ায় ঐ এলাকার মেম্বর, চেয়ারম্যানকে জানিয়েছে। পরে মেম্বর, চেয়ারম্যানসহ টাকা চাইলে আসামি টাকা দিতে অস্বীকার করে। আসামি তার মেয়ে জামাইকে বিদেশ পাঠানোর জন্য বাবার কাছ হতে ১

লক্ষ টাকা হাওলাত নিয়েছিল কি আসামি ৭০,০০০/- টাকা দিয়ে দিয়েছে কি বিদেশ নেওয়ার কথা মিথ্যা কি আসামি ৫ লক্ষ টাকা নেয়নি মর্মে প্রদত্ত সাজেশন অস্বীকার করে।

অভিযোগকারী শহীদ উল্লাহ ১ নম্বর সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, বিগত ডিসেম্বর ০১, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে অনুমান সকাল ১০:০০ ঘটিকায় সোমবার তার বাড়িতে তার ছেলে ইব্রাহীমকে ৬ মাসের মধ্যে বিদেশ নিবে বলে ৫ লক্ষ টাকা ও পাসপোর্ট নেয় আসামি এবং আসামি ২০০ টাকার স্ট্যাম্প দিয়েছিল কিন্তু আসামি তার ছেলেকে বিদেশ নেয়নি পরবর্তীতে মার্চ ২৩, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ১০:০০ ঘটিকায় আসমির বাড়িতে গিয়ে টাকা চাইলে আসামিরা ঘটনা অস্বীকার করে প্রতারণাপূর্বক বিশ্বাস ভঙ্গ করে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করে। ১ নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি ঘটনার স্থান, সময় ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ২ ও ৩ নম্বর সাক্ষী আসামি কর্তৃক বিগত ডিসেম্বর ০১, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে অনুমান সকাল ১০:০০ ঘটিকায় সোমবার তার বাড়িতে তার ছেলে ইব্রাহীমকে ৬ মাসের মধ্যে বিদেশ নিবে বলে ৫ লক্ষ টাকা ও পাসপোর্ট নেয় আসামি এবং ২০০ টাকার স্ট্যাম্প দিয়েছিল কিন্তু আসামি তার ছেলেকে বিদেশ নেয়নি। পরবর্তীতে মার্চ ২৩, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় আসামির বাড়িতে গিয়ে অভিযোগকারী টাকা ফেরত চাইলে আসমি সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করে, প্রতারণাপূর্বক বিশ্বাস ভঙ্গ করে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করার বিষয়ে ১ নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং নালিশী দরখাস্তের বর্ণনাকে সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেন। অর্থাৎ ২ ও ৩ নম্বর সাক্ষী তাদের জবানবন্দিতে আসামির নাম, ঘটনার তারিখ ঘটনার স্থান, অঙ্গীকারনামা প্রদানের

বিষয়, টাকার পরিমান, ঘটনা অস্বীকারের তারিখ ও স্থান সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন। অভিযোগকারী পক্ষে উপস্থাপিত উক্ত সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যে ঘটনার সময়, স্থান ও প্রকৃতি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছেন মর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। ঘটনার সময়, স্থান ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে অভিযোগকারী পক্ষের দাবীর কোন অসংগতি বা বৈসাদৃশ্য দেখা যায় না। আসামি পক্ষে উক্ত সাক্ষীদের জেরা করলে জেরাতে তাদের জবানবন্দিতে প্রদত্ত আসামি ও অভিযোগকারীর মধ্যে লেনদেনের বিষয়ে বিপরীত কোন সাক্ষ্য না অসায় অভিযোগকারী পক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য খন্ডিত হয়নি এবং উক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করার মত কোন যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ৩ নম্বর সাক্ষী তার জেরায় আসামি টাকা না দেওয়ায় ঐ এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যানকে জানিয়েছেন মর্মে উল্লেখ করলেও আসামি পক্ষে ১ ও ২ নম্বর সাক্ষীকে মেম্বার, চেয়ারম্যানকে ঘটনা জানানোর বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা হয়নি ফলে ঘটনার সত্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না। ৩ নম্বর সাক্ষী তার সাক্ষ্যে আসামি ১১ লক্ষ টাকায় তাদের ভিসা দিবে মর্মে উল্লেখ করলেও আসামি পক্ষে ১ ও ২ নম্বর সাক্ষীকে এ বিষয়ে জেরা করা হয়নি, ফলে আসামিকে ৫ লক্ষ টাকা প্রদানের বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে না। এছাড়া, আসামি হাসমত আলী বিগত ১০ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টব্দে অত্র আদালত হতে অভিযোগকারীকে সমুদয় টাকা দিয়ে দিবে মর্মে আপোষের শর্তে জামিনে গিয়েও টাকা পরিশোধ করেননি। উপরন্তু অভিযোগকারী পক্ষে দাখিলীয় আসামি কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা প্রদর্শনী-২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামি হাসমত আলী বিগত ডিসেম্বর ০১, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে অভিযোগকারীর ছেলে মোঃ ইব্রাহীমকে ছয় মাসের মধ্যে সৌদি আরবে পাঠাবে বলে নগদে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা

গ্রহণ করে মর্মে অঙ্গীকারনামায় টিপসহি প্রদান করে অভিযোগকারীকে প্রদান করেন। আসামি পক্ষে উক্ত অঙ্গীকারনামার বিষয়ে কোন আইনগত ব্যবস্হা গ্রহণ না করায় আসামি স্ব-ইচ্ছায় উক্ত অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। আসমি পক্ষে উক্ত অঙ্গীকারনামায় থাকা টিপসহি তার নিজের নয় মর্মে উল্লেখ করলেও তা হস্তরেখা বিশারদদের কাছে প্রেরণ করে যাচাই করার বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। উপরন্তু, আসামি পক্ষে প্রদত্ত সকল সাক্ষীকে দেওয়া সাজেশনে আসামি অভিযোগকারীর জামাইকে বিদেশ পাঠানোর জন্য ১ লক্ষ টাকা নিয়েছিল কি পরে আসামি ৭০,০০০/- টাকা দিয়ে দিয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ আসামির সাথে অভিযোগকারীর লেনদেন ছিল মর্মে আসামি কর্তৃক প্রদত্ত সাজেশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

সার্বিক বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা আসামির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা তর্কিত রায় এ মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমানাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। উক্ত রায়ে আইনগত ও ঘটনাগত বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আসামি দরখাস্তকারী বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্টেট, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা সি, আর ৩৩৭/২০১৮ মামলায় বিগত আগস্ট ২১, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আপিল নম্বর ৪৬৭/২০১৯ দায়ের করেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ অভিযোগকারীর নালিশী দরখাস্ত, অভিযোগ, সাক্ষীর সাক্ষ্য, প্রাসঙ্গিক কাগজাদি উভয়পক্ষের

আইনজীবীদের প্রদত্ত বক্তব্য দরখাস্ত এবং প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা এবং বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ পর্যালোচনা করেন। আপিলের কোন যোগ্যতা (Merit) না থাকায় আপিলটি বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত না-মঞ্জুর (Disallow) করেন।

বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা কর্তৃক অভিযোগকারী কর্তৃক আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ এর প্রেক্ষিতে আসামির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ৪২০ ধারায় আসামিকে দোষী সাব্যস্থক্রমে সি, আর, মামলা নম্বর ৩৩৭/২০১৮ (বরুড়া) এ বিগত আগস্ট ২১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় আসামিকে ১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো ০১(এক) মাসের অতিরিক্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। আসামি উক্ত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে ফৌজদারি আপিল নম্বর ৪৬৭/২০১৯ দায়ের করেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা বিগত নভেম্বর ১১, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক কার্তিক ২৭, ১৪২৬ বঙ্গাব্দে তাঁর রায় ও আদেশে উক্ত আপিল মামলাটি না-মঞ্জুর করেন এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

অভিযোগকারী প্রতিপক্ষ কর্তৃক আনিত দণ্ডবিধির ৪২০ ধারার অভিযোগ অভিযোগকারী উপস্থাপিত সাক্ষ্য দ্বারা আসামির বিরুদ্ধে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়ায় বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা সি, আর, মামলা নম্বর ৩৩৭/২০১৮(বরুড়া) এ বিগত বিগত আগস্ট ২১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় আসামি দরখাস্তকারীকে ১ (এক) বছরের

সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো ০১(এক) মাসের অতিরিক্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। আসামি উপরোক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা ফৌজদারি আপিল নম্বর ৪৬৭/২০১৯ এ বিগত নভেম্বর ১১, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক কার্তিক ২৭, ১৪২৬ বঙ্গাব্দে সঠিকভাবে আপিল মামলাটি না-মঞ্জুর করেন এবং বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চতুর্থ আদালত, কুমিল্লা কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল রাখেন।

আমি তর্কিত রায় ও আদেশে হস্তক্ষেপের আইন সংগত কোন কারণ খুঁজে পাইনি। রিভিশনের কোন যোগ্যতা (Merit) নেই।

অতএব, ফলাফল;

রুল খারিজ (Discharge) করা হলো।

আসামিকে অবশিষ্ট সাজা ভোগ করার জন্য আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতে হাজির হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া গেল। অন্যথায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হাসমত আলীকে গ্রেফতারের নিমিত্তে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে অতিসত্বর পাঠানো হউক।